সংবাদ

তারিখ ... 31 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে গুরুত্ব পাবে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

আর. কে. রেজা

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষিত দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ২০২০ সালের মধ্যে দেশের অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেখতে চায় সরকার, যা পরে শতকরা ৫০ ভাগে পরিণত হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সরকার এ শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিতেও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণে নানাবিধ সুপারিশ করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ

জানা গেছে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, লেদার ইনস্টিটিউটসহ এ ধরনের অন্যান্য কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। প্রত্যেক উপজেলায় কমপক্ষে একটি করে কারিগরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়াও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

পাশাপাশি সাধারণ জনগণের কাছে এ শিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য ও মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানা গেছে।

দেখা গেছে, প্রতি বছর দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় যে অর্থ ব্যয় হয়, তার মাত্র শতকরা ২ ভাগ ব্যয় হয় কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে। এ শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেমন উৎসাহ দেখায়নি একইভাবে এ ব্যাপারে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিও ভাল নয়। অথচ দেশের ভাগ্যোন্নয়নে এ শিক্ষা ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিষয়টি অনুধাবন করেই সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্ব

দক্ষ : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৪

দক্ষ : মানবসম্পদ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানিয়েছেন, দেশে দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তুলতে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই। কিন্তু এরপরও এখনও আমাদের সমাজে এ শিক্ষা অত্যন্ত অবহেলিত। এজন্যই এ শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটা করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছি আমরা। কারণ এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের দেশের বাইরে বিদেশেও উন্নত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এতে করে দেশ ও জাতি ব্যাপকভাবে লাভবান হবে। এসব চিন্তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় এনে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এজন্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে বলেও জানান তিনি।

জানা গেছে, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন করা হবে। এ শিক্ষায় সরকারি ব্যয় বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হবে। এ শিক্ষাকে সুসংহত করতে দেশের সব কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। এক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে তথ্য-প্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাউন্সিলে রূপান্তর করে যথাযথ নজরদারি সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হবে। কাউন্সিলকে আর্থিক সংস্থান ও জনবল দিয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাসহ মাধ্যমিক স্তরের সব ধারায় বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। এ লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা ও জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোকেশনাল এবং কারিগরি শিক্ষার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করা হবে। দেশের সব ছাত্রছাত্রীকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ ৮ বছর মেয়াদি শিক্ষা অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে। আর যারা মাধ্যমিক স্তরে কোন কারণে পড়তে পারবে না, তাদের জন্য নিয়মিত শিক্ষাক্রমের বাইরে শিল্প-কারখানা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিশেষ প্রোগ্রামের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণী সমাপ্তির পর ৬ মাসের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় দক্ষতামান-১ মানের জনশক্তি তৈরি করা হবে। অষ্টম শ্রেণী সমাপ্তির পর এক বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে বা স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় দক্ষতামান-২ মানের জনশক্তি তৈরি করা হবে। অষ্টম শ্রেণীর পর ২ বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে বা জাতীয় দক্ষতামান-২ সনদপ্রাপ্তদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও এক বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় দক্ষতামান-৩ মানের জনশক্তি তৈরি করা হবে। এছাড়াও অষ্টম শ্রেণী সমাপ্তির পর ৪ বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে বা জাতীয় দক্ষতামান-৩ সনদপ্রাপ্তদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ২ বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় দক্ষতামান-৪ মানের জনশক্তি তৈরি করা হবে। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে স্থাপিত সরকারি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট বা বেসরকারি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। জাতীয় দক্ষতামান-১, ২, ৩ প্রদানের ক্ষেত্রে আগের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যথাযথ মূল্যায়ন সাপেক্ষে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাকে আধুনিক এবং যুগোপযোগী করতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ভিটিটিআই ও টিটিটিসির আসন এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হবে বলে জানা গেছে।

কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ করতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকেও উৎসাহিত করা হবে। পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ছোট ছোট কারখানা-খামার ইত্যাদি গড়ে তুলে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে উৎসাহিত করা হবে বলে জানা গেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, দেশ থেকে দ্রুততম সময়ে দারিদ্র্যবিমোচন করতে হলে কারিগরি শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এজন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতেও ব্যাপকভাবে সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।